মানিকগঞ্জ পৌরসভা কার্যালয়, মানিকগঞ্জ

প্রশাসন বিভাগ
সাধারণ শাখা
www.manikganjpourashava.com

"শেখ হাসিনার দর্শন
বাংলাদেশের উন্নয়ন"

স্মারক নং-মাপৌঃপ্রশাঃসাধাঃ-২০২৩-১৫৬৮ তারিখ ঃ ১২/১২/২০২৩ খ্রি.

"মানিকগঞ্জ পৌরসভা সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির সভার কার্যবিবরণী"

সভার সভাপতি	ঃ জনাব মোঃ রমজান আলী, মেয়র, মানিকগঞ্জ পৌরসভা ও সভাপতি, মানিকগঞ্জ পৌরসভা সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটি
সভার নাম	ঃ মানিকগঞ্জ পৌরসভা সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির সভা
সভার তারিখ	ঃ ১২ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি.
সভার বার	ঃ মঙ্গলবার
সভার সময়	ঃ সময় ১০.০০ ঘটিকা
সভার স্থান	ঃ মানিকগঞ্জ পৌরসভার সভা কক্ষ

সভার প্রারম্ভে সভার সভাপতি মেয়র মানিকগঞ্জ পৌরসভা সভায় উপস্থিত সকলকে আসছে ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ মহান বিজয় দিবসের অগ্রীম শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলার এবং সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনে সকলের সহায়তা কামনা করেন। মেয়র আরো জানান যে, আগামী ২৫ ডিসেম্বর খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের বড়দিন। বড়দিন উপলক্ষে খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় বড় দিনের উৎসব যাকজমক ভাবে পালন করে থাকে। সে সময় স্বার্থান্বেষী মহল বিশৃংখলা ঘটাতে পারে। তাছাড়া ৩১ ডিসেম্বর থার্টি ফাষ্ট নাইট হিসেবে উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। উশৃংখল যুবকেরা সাধারনত বেপরোয়া চলাফেরা করে এবং মাদকাশক্তির প্রভাব বৃদ্ধি পেতে পারে। মানিকগঞ্জ পৌর এলাকার আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি বর্তমানে খুবই ভাল। তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে পৌর এলাকার সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কল্পে উপস্থিত সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন এবং কি ভাবে পৌর এলাকার জন-সাধারণের যানমাল ঠিক থাকে তার দিক নির্দেশা প্রদানের লক্ষে উন্মুক্ত আলোচনার আহবান করেন এবং অত্র পৌর সভার পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ বজলুর রহমান-কে সভার কার্যক্রম শুরু করার আহ্বান জানান।

বিগত সভার কার্যবিবরণী পঠণ ও স্থিরিকরণ ঃ

আলোচনা ঃ সভায় মেয়র কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা সভায় উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। তিনি বিগত সভার কার্যবিবরণী সকলের উদ্দেশ্যে পাঠ করে শুনান এবং উক্ত সভার কার্যবিবরণীর উপর আলোচনার আহ্বান জানান। সভায় উপস্থিত সকল সদস্য উল্লেখিত সভার কার্যবিবরণী শ্রবনান্তে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে বিগত সভার কার্যবিবরণী শ্রবণান্তে আলোচনা পূর্বক কোন প্রকার পরিবর্তন, সংশোধন না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী স্থিরিকরণ করার সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সার্বিক আলোচনা ঃ

সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির সম্মানিত সদস্য সচিব ও পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন সামনে ২৫ ডিসেম্বর খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের বড়দিন এবং ৩১ ডিসেম্বর থার্টি ফাষ্ট নাইট সহ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৪ উপলক্ষ্যে পৌর এলাকায় যাহাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা

মোঃ রমজান আলী
মেয়র
মানিকগঞ্জ পৌরসভা মানিকগঞ্জ।

না ঘটে সে দিকে উপস্থিত সকলকে খেয়াল রাখার আহবান জানান। দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন ২০২৪ উপলক্ষে দুর্নীতি ও নাশকতার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ওয়ার্ড ভিত্তিক স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরকে নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচনের পরে সোচ্চার থাকার আহবান জানান। কমিটির সদস্য জনাব মোঃ আব্দুল করিম বিশ্বাস, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, বেগম জরিনা কলেজ- সভাকে অবহিত করেন যে, যারা মাদকের সহিত সন্ত্রাস জরিত এবং সমাজে যারা নেশার সহিত জরিত তারাই সমাজে অপকর্মগুলো করে থাকে। তাই যে পর্যন্ত নেশা বন্ধ না হবে সমাজ হতে বিশৃঙ্খলা দুর হবেনা। আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় নেশাকে বন্ধ করতে হবে। সামনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৪ইং। আমার প্রস্তাব হলো যারা সমাজে নেশা করে থাকে তাদের তথ্য জানা মাত্রই আইনশৃঙ্খলা বহিনীকে অবহিত করা। তার কারণ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৪ উপলক্ষ্যে আমাদেরকে সার্বক্ষণিক সচেতন থাকতে হবে। আমার বিশ্বাস পুলিশ প্রশাসন এ বিষয়ে উদ্যোগ নিলে নেশা সহ সমাজের অপকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে। ওয়ার্ড ভিত্তিক কোন প্রকার আইন শৃঙ্খলার অবনতি হলে তাৎক্ষনিক আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করা। যে কোন ঘটনার শুরুতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করলে অল্প পরিসরে সেটা আপোষ মিমাংসা করা সম্ভব হয়। এতে করে বড় কোন বিশৃঙ্খলা হবার সম্ভবনা থাকেনা। তাই যে এলাকাতেই আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটবে তাৎক্ষণিক গোপনীয় নাম্বারে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে অবশ্যই অবহিত করা প্রয়োজন বলে আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি। সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির সম্মানিত সদস্য জনাব মোঃ মতিউর রহমান, অধ্যক্ষ, দোয়াত আলী দাখিল মাদ্রাসা, বড় সরুন্ডী, মানিকগঞ্জ- উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও সালাম জানান। তিনি সভাকে জানান যে, সমাজে সন্ত্রাস মাদক ও নাশকতার ফলে যুব সমাজ তাদের নিজেদের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে বিভিন্ন অপকর্ম সমূহ করে থাকে আমাদের এলাকায় তিতুমীরের চকের মাঝখানে গাছের নিচে বসে মাদকসেবীরা মাদক দ্রব্য সেবন করে থাকে। যুব সমাজ ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশাগ্রস্থ হয়ে থাকে। চকের মাঝে গাছের নিচে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ পড়ে থাকতে দেখা গেছে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীয়কে বিষয়টি তদারকির আহবান জানাচ্ছি। যাহাতে উক্ত স্থানে মাদক সেবন না করতে পারে। কমিটির সম্মানিত সদস্য জনাব মোঃ ওমর ফারুক ইমাম, পৌলী কবরস্থান মসজিদ, মানিকগঞ্জ সভাকে অবহিত করেন যে, মাদকাশক্ত ব্যক্তি কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে বা প্রতিষ্ঠানকে দেখেনা মূল্যায়ন বা বিচার বিশ্লেষণ করেনা। আমি আমার এলাকায় লক্ষ করেছি আমাদের কবরস্থান হতে ফেনসিডেলের বোতল নিয়ে কয়েকজন যুবক বের হচ্ছে। তারা প্রতিনিয়ত এ কাজ করে আসছে। কবরস্থানকে তারা নিরাপদ স্থান মনে করে কবরস্থানে গিয়ে নেশা করে থাকে। মাদকসেবীদের মাদকের বিষয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে নিজেদের বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। এই ভয়ে কেউ তাদেরকে প্রতিহত করতে সাহস পায়না। এটাই বাস্তব। তাই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বিপদগামী যুবকেরা যাহাতে কবরস্থানে নেশা না করতে পারে তার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। কমিটির সম্মানিত সদস্য জনাব বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ আবুল হোসেন (হাসেম মাষ্টার) সভায় উপস্থিত সকলকে আগামী ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ মহান বিজয় দিবসের অগ্রীম শুভেচ্ছা ও সালাম জানান। তিনি বলেন শুধু পুলিশ বাহিনীর একার পক্ষে মাদক ও সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব নয়। সামাজিক ও পারিবারিক দিক দিয়ে সচেতন থাকতে হবে। সমাজকে রক্ষা করতে হলে সমাজের কর্তা ব্যক্তিদের সচেতন থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণের সমন্বয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হলে সমাজ হতে অন্যায় অবিচার হ্রাস পাবে। কথায় আছে অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তারা উভয়েই সমান অপরাধী। সমাজ হতে মাদক ও সন্ত্রাস দূর করতে হলে সমাজের কর্তা ব্যক্তিদের ভাল মনের মানুষ হতে হবে। আর সেই সব ভাল মানুষের ভাল ব্যবহারে অনেক খারাপ কাজকে বন্ধ করা সম্ভব হয়। আমি এই আশা ব্যক্ত করছি সমাজে যেন আমরা সকলে সুন্দর মনের মানুষ হতে পারি। সবাই যদি পুলিশের দিকে তাকিয়ে থাকি তাহলে সমাজকে সুন্দর রাখা যাবে না। আমি মনে করি ওয়ার্ড ভিত্তিক জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে ওয়ার্ডের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নিয়ে সভা আহবানের মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে সচেতন করা সম্ভব হবে কমিটির আরেক সদস্য জনাব আবু মোঃ নাহিদ, কাউন্সিলর, ৮নং সাধারণ ওয়ার্ড , মানিকগঞ্জ পৌরসভা, মানিকগঞ্জ- সভায় উপস্থিত সকলকে বিজয়ের মাসের বিনম্র শ্রদ্ধা ও সালাম জানান এবং সকলের উদ্দেশ্যে বলেন একটি কাজের সুফল এক দিনে পাওয়া সম্ভব নয়। সমাজ হতে মাদক ও সন্ত্রাস নির্মুল করতে হলে সামাজিক ভাবে সুযোগ আছে বলে আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি। আমার মনে হয় স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সভা আহবানের মাধ্যমে সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি করা যাবে এবং মাদক ও সন্ত্রাস দমন করা সম্ভব হবে। প্রতিটি বিষয়ে ব্যাড সাইড ও গুড সাইড বিদ্যমান। তাই ব্যাড সাইডকে বাদ দিয়ে গুড সাইডকে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের যদি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ যত্নের সহিত দায়িত্ব নেয় তাহলে প্রতিটি ছেলেমেয়ে ভাল শিক্ষকদের চরিত্রে চরিত্রবান

মোঃ রমজান আলী
মেয়র

হয়ে ভাল হয়ে যাবে তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জল হবে এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সমাজের সকল শ্রেণীর লোকজন শুক্রবার দিন মসজিদে নামাজ আদায় করতে যায়। মসজিদে ভাল মানুষের সহিত মদখোর গাজাখোরগণ নামাজ আদায় করে থাকে। তাই প্রতিটি মসজিদের ইমামদের দায়িত্ব খারাপ লোকদেরকে ভাল পথে আনার জন্য সেই পন্থায় বয়ান করা। আমার বিশ্বাস ইমামদের ইসলাম ভিত্তিক কৌশলী বয়ানে অনেক খারাপ লোক ভাল হয়ে যাবে। তিনি উপস্থিত পুলিশ প্রশাসনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, মানিকগঞ্জ শহরটা বর্তমানে যানযটের শহরে পরিণত হয়ে গেছে। অবৈধ যানবাহনের কারণে জন-সাধারণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি লাইসেন্স বিহীন অটো যানবাহন মানিকগঞ্জ শহর হতে দূর করার আহবান জানান। জনাব এ্যাডভোকেট এটিএম শাহজাহান, নয়াকান্দি, মানিকগঞ্জ- সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা ও সালাম জানান। তিনি সভাকে জানান যে, আমার জানামতে পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় মাদক ডুকে গিয়েছে। ইতোমধ্যে যাদের সন্তান মাদকাশক্ত হয়েছে সে সকল গার্জেন বিপদের মধ্যে আছে। আমার মনে হয় প্রতিটি কাউন্সিলর যদি এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরকে নিয়ে এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সচেতনতা মূলক সভা করেন তাহলে এই মাদক সমাজ হতে দুর করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন। যুবকরা প্রথমে গাজা খায়, পরে হিরোইন খায় পরে আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যায়। তারা বাবা-মাকে বিপদগামী করে ফেলে। কমিটির আরেক সদস্য জনাব আরশেদ আলী বিশ্বাস, কাউন্সিলর, ৪ নং সাধারণ ওয়ার্ড, মানিকগঞ্জ পৌরসভা, মানিকগঞ্জ- উপস্থিত সকলকে সালাম জানান। তিনি সভাকে জানান যে, বর্তমান সরকারের একটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা সেটা হলো মাদক সন্ত্রাস ও নাশকতার মূল উৎপাঠন করা। অনেক পূর্বেই সরকার মাদকের বিষয়ে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন। সমাজ হতে মাদককে নির্মুল করতে হবে। একটি বিষয় লক্ষনীয় যে, যে সমস্ত যুবকরা মাদক সেবন করে থাকে তাদেরকে নির্মুলে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে গেলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মাধ্যমে আমাদের নিকট তদবির করে তাকে ছেড়ে দেওয়ার সুপারিশ করে। সমাজ হতে মাদক নির্মূল করতে হলে সমাজের সুধীজন, নেত্রীত্ব স্থানীয় পলিটিক্যাল লোককে সম্পৃক্ত করে সভা সমাবেশের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করে সমাজ হতে মাদক দুর করা যেতে পারে। এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার দিকে মনোযোগ বৃদ্ধি করে সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। তাই শিক্ষকরাই পারে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদেরকে ভাল পথে রাখতে প্রতিটি অভিভাবকদেরকে সচেতন থাকতে হবে। যারযার সন্তানদের সার্বক্ষণিক খোজখবর রাখতে হবে। কমিটির আরেক সদস্য জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, সাং- জয়রা, মানিকগঞ্জ- সভায় উপস্থিত সকলকে সালাম জানান। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, সমাজে যারা নেশাখোর তারাই সমাজে অপকর্ম করে থাকে। আমরা সকলে মিলে চেষ্টা করলে সমাজ হতে মাদক দুর করতে পারবো ইনশাল্লাহ্। তিনি বলেন প্রতিটি ওয়ার্ডে স্থানীয় কাউন্সিলর ও মেয়রকে সম্পৃক্ত করে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে সভা করলে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। এতে করে সমাজ হতে মাদক ও অশান্তি চলে যাবে। যার সন্তান ইতোমধ্যে মাদকাশক্ত হয়েছে তার পরিবারকে সমাজ কোন মূল্যায়ন করেনা। মাদকাশক্ত পিতামাতাকে সমাজে নানা অপমানের সম্মুখীন হতে হয়। সমাজে নানা ধরণের নাজেহাল হতে হয়। সমাজে তাদের তেমন মূল্যায়ন থাকেনা। আসুন সকলে মিলে চেষ্টা করি এখন থেকে আর কারো সন্তান যেন খারাপ রাস্তায় না যায়। যার অঢেল সম্পদ রয়েছে কিন্তু সন্তান মাদকাশক্ত। আমি মনে করি তার ঐ অঢেল সম্পদের কোন মূল্য নেই। তাই আমি মনে করি প্রচুর সম্পদের চেয়ে একটি ভাল সন্তান সম্পদের চেয়ে অনেক মূল্যবান। উপস্থিত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য জনাব কহিনুর মিয়া, ইন্সপেক্টর, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ- উপস্থিত সকলকে সালাম জানান। তিনি বলেন আমি মনে করি সমাজের প্রতিটি জনগণই পুলিশ। তারা সমাজের যে কোন অপরাধীকে ধরতে পারবে আইনের লোকের নিকট সপর্দ করতে পারবে। মাদকের কোন তথ্য থাকলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করতে পারবে। সমাজের যে কোন লোক তথ্য প্রদান করলে তাদের ব্যক্তিগত পরিচয় গোপন রাখা হবে। সমাজে একমাত্র মাদকই অপরাধের উৎপত্তির মূল কারণ। তাই সমাজ হতে মাদককে নির্মূল করতে হবে। পুলিশ প্রশাসন সার্বক্ষণিক মাদকের বিরুদ্ধে নিরলশ ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজ হতে সন্ত্রাস ও নাশকতা নির্মূল করা শুধু আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একার পক্ষে সম্ভব নয়। সন্ত্রাস ও নাশকতা নির্মূল করতে হলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে জনপ্রতিনিধি ও জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে। সমাজের সব শ্রেণীর মানুষকে সচেতন করতে হবে। প্রতিটি সন্তানের পিতামাতাকে এগিয়ে আসতে হবে। অভিবাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রতিটি গার্ডেনদের সন্তানদের প্রতি খোজখবর রাখতে হবে। সন্তানরা স্কুল কলেজের নাম করে কোথায় যায় কার সাথে ঘোরা ফেরা করে কোথায় সময় কাটায় ইত্যাদি। জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা সম্ভব হলে সমাজ হতে সন্ত্রাস ও নাশকতা অনেকআংশে কমে যাবে। জনসাধারণ সচেতন

মোঃ রমজান আলী
মেয়র
মানিকগঞ্জ পৌরসভা, মানিকগঞ্জ।

হলে এর সুফল পাওয়া যাবে বলে আমি মনে করি। তিনি আরো বলেন উপরোক্ত বক্তাদের তথ্য অনুযায়ী ইতোমধ্যে আমি মেসেস দিয়েছি। উল্লেখিত স্থান সমূহে আর মাদক সেবন করতে পারবেনা।

উপরোক্ত এজেন্ডা সমূহের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো।

(২) ২৫ ডিসেম্বর বড় দিন, ৩১ ডিসেম্বর থার্টি ফাষ্ট নাইট এবং দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৪ উপলক্ষে কোন ধরণে অপৃতিকর ঘটনা যাহাতে না ঘটে তার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো।

(৩) পৌর এলাকায় লাইসেন্স বিহীন অবৈধ হ্যালোবাইক যাহাতে চলতে না পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো।

(৫) তিতুমীর চকে গাছের নিচের বসে মাদক সেবন করার বিষয়ে উপস্থিত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন মম্যে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো।

পরিশেষে অদ্যকার সভায় আর কোন আলোচ্যে বিষয় না থাকায় সভার সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ রমজান আলী)
মেয়র
মানিকগঞ্জ পৌরসভা
ও
সভাপতি
মানিকগঞ্জ পৌরসভা সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটি

মোঃ রমজান আলী
মেয়র
মানিকগঞ্জ পৌরসভা, মানিকগঞ্জ।

স্মারক নং-মাপৌঃপ্রশাঃসাধাঃ-২০২৩-১৫৬৮ তারিখ ঃ ১২/১২/২০২৩ খ্রি.

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে ঃ

০১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ
০২। পুলিশ সুপার, মানিকগঞ্জ
০৩। উপপরিচালক (উপসচিব) স্থানীয় সরকার, মানিকগঞ্জ
০৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ
০৫। জনাব .....,.....নং সংরক্ষিত/সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, মানিকগঞ্জ পৌরসভা
০৬। পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা, মানিকগঞ্জ পৌরসভা
০৭। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মানিকগঞ্জ সদর
০৮। জনাব ..... সদস্য, মানিকগঞ্জ পৌরসভা সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটি
০৯। অফিস কপি

মেয়র
মানিকগঞ্জ পৌরসভা
ও
সভাপতি
মানিকগঞ্জ পৌরসভা সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটি

মোঃ রমজান আলী
মেয়র
মানিকগঞ্জ পৌরসভা, মানিকগঞ্জ।